আল ইসলাহ সিরিজ - ২

أخطاء في الصلاة

(باللغة البنغالية)

নামাযে প্রচলিত ভুল

১. নামাযের শুরুতে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিয়তের একটি অক্ষরও উচ্চারণ করেননি বরং মনে মনে নিয়ত করেছেন।

২. জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ইন্নী ওয়াজ্জাহতু .....পড়া অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটিকে তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে পড়েননি বরং কখনো সানা হিসাবে পড়েছেন। (সহীহ মুসলিম)

৩. ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়া, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমভাবে বলেছেন যে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায হবে না। (বুখারী-মুসলীম)

৪. রুকু ও সিজদাহ হতে উঠে পিঠ ও মেরুদন্ড স্থির ও সোজা না করা, অথচ সোজা না করলে নামায শুদ্ধ হবে না। (বুখারী-মুসলিম ও আবুদাউদ, সহীহ সূত্র)

৫. রুকু ও সিজদায় স্থিরতা অবলম্বন না করা, অথচ উভয় ক্ষেত্রে সোজা ও স্থিরতা অবলম্বন না করলে নামায হবে না। (বুখারী-মুসলিম, ইবনে মাজাহ ও আবুদাউদ, সহীহ সূত্র)

৬. উভয় সিজদার মাঝে বসে নির্ধারিত দোয়া (রব্বীগ ফিরলী---, ইত্যাদি) না পড়া, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়েছেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি, সহীহ সূত্র)

৭. দাঁড়ানো ও রুকু অবস্থা ব্যতীত ইমাম যদি সিজদা বা বসা অবস্থায় থাকে, এমতাবস্থায় আসা ব্যক্তির জামাতে শরীক না হয়ে ইমামের দাঁড়ানোর অপেক্ষায় থাকা।

৮. তাকবীরে তাহরীমা (প্রথম তাকবীর), রুকুতে যাওয়া ও উঠা এবং তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় উভয় হাত কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত না উঠানো অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজীবন উঠিয়েছেন। (বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য)

৯. জামায়াত ধরার জন্য দৌড়ে যাওয়া; বিশেষ করে রুকুর মুহূর্তে (বুখারী-মুসলিম)

১০. নামাযে ইমামের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া।

১১. কাতার যথাযথভাবে সোজা না করা।

১২. কাঁচা পিয়াজ ও রসূন খেয়ে অনুরূপ বিড়ি-সিগারেট পান করে মসজিদে আসা, অথচ মুসলমানকে কষ্ট দিলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার উপর অভিশাপ ওয়াজিব বলেছেন।

১৩. নামায অতি দ্রুত আদায় করা, যাতে কোনো প্রশান্তি ও স্থিরতা থাকে না।

১৪. দূর্বল হাদীসের ভিত্তিতে নাভির উপর বা নীচে হাত বাঁধা অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বুকের উপর হাত বেঁধেছেন। (আবুদাউদ ও সহীহ ইবনে খোযাইমাহ)।

১৫. চক্ষুদ্বয় আকাশের দিকে উঠানো অথবা বিনা প্রয়োজনে চোখ বন্ধ করা।

১৬. নামাযে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলানো, অথচ তা সর্বাবস্থায় নিষেধ।

১৭. ইকামত হওয়ার পর সুন্নাত নামাযে রত থাকা, অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ইকামতের পর আর অন্য কোনো নামায নেই। (সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য)

১৮. কাঁধ খালি রেখে নামায আদায় করা।

১৯. নামাযীর সামনে সুতরার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অতিবাহিত হওয়া।

২০. অতিরিক্ত নড়াচড়া করা।

২১. সামর্থ থাকা সত্বেও ফরজ নামায বসে আদায় করা। (বুখারী)

২২. বয়সে ছোট বালক অধিক জানা সত্বেও তাকে ইমামতী করতে না দেয়া, অথচ সাহাবী আমর ইবনে সালামা আল জুরমী (রাঃ) ৬/৭ বছর বয়সে বড়দের ইমামতী করেন। (বুখারী)

২৩. নামাযে সৌন্দর্য গ্রহণ না করা।

২৪. উভয় খুঁটির মাঝে কাতার বাঁধা। (ইবনে মাজাহ সহীহ সূত্র)

২৫. সামনের কাতার পূর্ণ না করেই পিছনের কাতারে দাঁড়ানো। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

২৬. দোয়া বা কিরাত ঠোঁট নড়িয়ে না পড়ে মনে মনে পড়া। (বুখারী)।

২৭. পর পুরুষ না থাকা সত্বেও মহিলার উচ্চস্বরে কিরাত বিশিষ্ট নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত না পড়া; সাধারণত নারী-পুরুষ সমভাবেই আদিষ্ট।

২৮. পরস্পর পায়ের গিরা, হাঁটু ও কাঁধের সাথে না মিলিয়ে নামায শুরু করা। (আবু দাউদ)

২৯. ইচ্ছা করে নামাযের ওয়াক্ত পার করে অন্য ওয়াক্তে নামায আদায় করা, অথচ শরীয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত তা কবুল হবে না।

৩০. অসুস্থ অবস্থায় নামায আদায় না করা, অথচ জ্ঞান থাকা পর্যন্ত যেভাবে সম্ভব নামায আদায় করার নির্দেশ আছে। (বুখারী)

৩১. সাত অঙ্গে সিজদা না করা। (মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁট ও উভয় পায়ের আঙুল)

৩২. মোরগের ঠোকরানোর মত সিজদা, কুকুরের বসার মত বসা ও শৃগালের দেখার মত এদিক ও দিক দেখা। (মুসনাদে আহমাদ)

৩৩. ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পূর্বেই জামায়াতে মধ্যবর্তী অংশগ্রহণকারী মুসল্লীদের দাঁড়িয়ে যাওয়া ও জামায়াতে প্রথম থেকে অংশগ্রহণকারী মুক্তাদির সালাম ফিরানো।

৩৪. সিজদায় নারী ও পুরুষ উভয়ে পেট, রান ও বাহুর মধ্যে ফাঁকা না রাখা। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্যের কোন সহীহ দলীল নেই।

৩৫. সালামের পর পরস্পর মুসাফাহা করা অভ্যাসে পরিণত করে নেয়া।

৩৬. ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দোয়া করা, যা কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৩৭. নামাযরত অবস্থায় আঙ্গুল ফোটানো বা উচ্চস্বরে কাঁশি ও হাঁচি দেয়া।

৩৮. নামাযে সদা অমনোযোগী থাকা ও শয়তানী ওয়াস ওয়াসার মধ্যে থাকা।

৩৯. পুরুষগণ নামায আদায় না করা পর্যন্ত নারীগণ নামায আদায়ে দেরী করা।

৪০. নামায আদায় না করে অন্যান্য ইবাদত করা, অথচ নামায আদায় ব্যতীত অন্যান্য ইবাদতের কোনো মূল্য নেই।

৪১. প্রয়োজন থাকা সত্বেও সুতরা ব্যবহার ব্যতীত নামায আদায় করা।

৪২. সুতরার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বাধা না দেয়া।

৪৩. বিতর নামায মাগরীবের মত করে আদায় করা।

৪৪. ইমাম ও মুক্তাদী এক কাতারে দাঁড়ালে ইমামের কিছুটা সামনে দাঁড়ান, অথচ এক্ষেত্রে বরাবর সমান ভাবে দাঁড়াতে হবে। (বুখারী)

৪৫. সফর অবস্থায় জামায়াতের সাথে নামায আদায় জরুরী মনে না করা।

৪৬. আজান শুরুর পূর্বে ও পরে মুয়াজ্জিনের দোয়া-জিকির আউড়ান।

৪৭. বুকে হাত বাঁধা, সিজদাহ ও বসার ক্ষেত্রে দলীল ছাড়াই নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করা।

৪৮. উভয় পায়ে সমভাবে ভর করে না দাঁড়িয়ে এক পায়ে ভর করে দাঁড়ান।

৪৯. পাতলা, চিপা ও ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায আদায় করা।

৫০. নামাযে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাবতীয় সুন্নাতের প্রতি খেয়াল না রাখা।

সংকলনঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة، هاتف: ٤٣٩١٩٤٢ فاكس: ٤٣٩١٨٥١ حساب رقم: ٤٠٩٣٤ شركة الراجحي المصرفية فرع سلطانة.

পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার, রিয়াদ, সৌদি আরব ফোন: ৪৩ ৯১ ৯৪২ ফ্যাক্স: ৪৩ ৯১ ৮৫১